প্রঃ ▸▸ ধূর্তগণ রাজাকে কিভাবে প্রবঞ্চনা করে থাকে?

উঃ রাজার পাশাখেলা, পরস্ত্রীগমন, মৃগয়াব্যসন, মদ্যপান, বিলাসিতাপূর্ণ নাচগান, বৃথা ভ্রমণ, গণিকাসক্তি, দেবদ্বিজে অবমাননা ইত্যাদির মিথ্যাস্তুতি দ্বারা ধূর্তগণ রাজাকে প্রবঞ্চনা করে থাকে।

প্রঃ ▸▸ সপ্তদ্বীপ সমুদ্রভূষণা বসুন্ধরা বলতে কি বোঝায়?

উঃ ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে বসুন্ধরা সপ্তদ্বীপবতী – 'সপ্তদ্বীপবতীমেহিম্'। দ্বীপগুলি – জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর। লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ, জল – এই সাতটি সাগর সাতটি দ্বীপকে বেষ্টন করে আছে। এদের মধ্যে জম্বুদ্বীপ হল ভারতবর্ষ। শুকনাস চন্দ্রাপীড়কে সপ্তদ্বীপা সসাগরা বসুন্ধরার রাজাধিরাজ বা একচ্ছত্রাধিপতি হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

প্রঃ ▸▸ চন্দ্রাপীড়ের প্রতি মন্ত্রী শুকনাসের চূড়ান্ত কথাগুলি কি কি ছিল?

উঃ চন্দ্রাপীড়কে সতর্ক করে মন্ত্রী শুকনাস চূড়ান্তভাবে বলেন – তুমি নিজেকে এমনভাবে তৈরী করবে যাতে লোকে উপহাস না করে, সাধুরা নিন্দা না করে, গুরুজন ধিক্কার না দেন, বন্ধুরা তিরস্কার না করে, পন্ডিতগণ দুঃখপ্রকাশ না করেন, লম্পট ভৃত্যেরা রাজ সম্পদ লুটে না নেয়, ধূর্তরা প্রতারণা না করে, স্ত্রীলোকেরা মোহিত না করে, কামদেব উন্মত্ত না করে এবং লক্ষ্মী বিড়ম্বনা না করে। তাহলে পূর্বপুরুষদের ন্যায় রাজদায়িত্ব পালন করে শত্রু দমন ও বন্ধুবর্গের উন্নতি বিধান করে অভিষেকান্তে দিগ্বিজয় দ্বারা সপ্তদ্বীপা সমুদ্রভূষণা বসুন্ধরাকে জয় করতে পারবে।

প্রঃ ▸▸ "প্রাবৃড়িবাচিরদ্যুতি কারিণী" পদটির অর্থ প্রকাশ করো।

উঃ উক্তপদের দুটি অংশ প্রাবৃট্ ইব এবং অচিরদ্যুতিকারিণী। প্রাবৃট্ ইব অর্থ বর্ষাকালের মত এবং অচিরদ্যুতিকারিণী অর্থ বিদ্যুৎ প্রকাশকারিনী। লক্ষিত অর্থ বর্ষকাল যেমন বিদ্যুৎ প্রকাশ করে, লক্ষ্মীও সেরূপ অল্পস্থায়ী হয়েও গৃহশোভা প্রদর্শন করে।

প্রঃ ▸▸ "মামেবং মুখরীকৃতবান্"- কী? কীভাবে বক্তাকে মুখর করে তুলেছে?

উঃ এখানে বক্তা তারাপীড়ের মন্ত্রী শুকনাস এবং একথা তিনি রাজকুমার চন্দ্রাপীড়কে বলেছেন। চন্দ্রাপীড়স্বভাবতই ধীর ও পিতার দ্বারা অতি যত্নে সুশিক্ষিত হয়েছে। ধন সম্পত্তি চঞ্চলচিত্ত ও অভুক্তভোগী মানুষকে সহজেই দুষ্কর কার্যে প্রবৃত্ত করে। তাহলেও চন্দ্রাপীড়ের গুণের জন্য সন্তুষ্টি মন্ত্রী শুকনাসকে এমনি করে বলার জন্য মুখর করে তুলেছে।

প্রঃ ▸▸ 'বিস্মৃতজন্মানঃ'- আলোচনা করো।

উঃ মানুষ সামান্য ধনলাভের গর্বে নিজ জন্মবৃত্তান্ত বিস্মৃত হন। আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তির পর অর্থাৎ এক দেহ থেকে অন্য নতুন দেহ ধারণ করার পর মন আর পূর্বাবস্থা স্মরণ করতে পারে না। কোনো ব্যক্তি তার জন্মের সময়কার অবস্থা স্মরণ করতে পারে না। জন্ম সময়ে স্মৃতি জ্ঞান প্রভৃতি সুপ্ত অবস্থায় থাকে বলে এরূপ হয়।

Scanned with CamScanner

প্রঃ ▸▸ 'অজস্রমক্ষপাবসানপ্রবোধা ঘোরা চ রাজ্যসুখসন্নিপাতনিদ্রা।' – অর্থ লেখ। [ক.বি. ২০১২]

উঃ 'অজস্রমক্ষপাবসানপ্রবোধা ঘোরা চ রাজ্যসুখসন্নিপাতনিদ্রা' বাক্যাংশের অর্থ নিরন্তর রাজ্য সুখানুভবরূপ যে বিষম নিদ্রা তা রাতের অবসানেও চেতন হয় না।

প্রঃ ▸▸ 'উচ্চৈঃশ্রবা' কে ? লক্ষ্মী তার থেকে কি গুণ আহরণ করেন ? [ক.বি. ২০১২]

উঃ উচ্চৈঃশ্রবা হল দেবরাজ ইন্দ্রের হাতী। লক্ষ্মীতার থেকে চঞ্চলতা গুণটি আহরণ করেন। তাই একটি প্রবাদ রয়েছে – মা লক্ষ্মী চঞ্চলা অর্থাৎ কারো কাছে ধনসম্পদ স্থায়ী থাকে না।

প্রঃ ▸▸ লক্ষ্মী 'কৌস্তুভমণি' থেকে কি গুণ পান ? [ক.বি. ২০১২]

উঃ কৌস্তুভমণি হল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কণ্ঠের রত্ন। এই কৌস্তুভমণি থেকে লক্ষ্মী অতি নিষ্ঠুরতা গুণটি পেয়েছেন। তাই লক্ষ্মী সর্বদা অর্থ অধিকারীকে নিষ্ঠুরতার দ্বারা প্রবঞ্চনা করেন।

প্রঃ ▸▸ পারিজাত কি ? লক্ষ্মী তার থেকে কি গুণ লাভ করেন ? [ক.বি. ২০১১]

উঃ দেবদানবের সমুদ্রমন্থন কালে ক্ষীর সমুদ্র থেকে পারিজাত পুষ্প উৎপন্ন হয়েছিল। লক্ষ্মী তার থেকে রাগ বা রক্তিমা গুণটি লাভ করেন। তাই লক্ষ্মী তার সেবক-সেবিকাদের প্রতি অতি অনুরাগিনী।

প্রঃ ▸▸ সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের দুজন কবির নাম লেখ। [ক.বি. ২০১২]

উঃ সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের দুজন বিখ্যাত কবি – বানভট্ট এবং আচার্য দণ্ডী। এঁদের প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে বলা হয় –

"বানোচ্ছিষ্টং জগৎসর্বং।
দণ্ডিন পদোলালিত্যম্।।"

প্রঃ ▸▸ চন্দ্রকলা থেকে লক্ষ্মী কি গুণলাভ করেন ? অথবা, অর্থ লেখ : 'ইন্দুশকলাদেকান্তবক্রতাম্'। [ক.বি. ২০১১]

উঃ 'ইন্দুশকলাদেকান্তবক্রতাম্' বাক্যাংশের অর্থ (লক্ষ্মী) চন্দ্রকলা থেকে অতিশয় 'বক্রতা' গুণটি লাভ করেন।

প্রঃ ▸▸ যৌবন প্রভবম্ তমো 'অভানুভেদ্যম্' – কেন ? [ক.বি. ২০১১]

উঃ সূর্যালোক জাগতিক অন্ধকার বিনাশ করে। কিন্তু যৌবন কালে উৎপন্ন অন্ধকার (অজ্ঞানতা) এত গভীর যে, সূর্যালোক তা দূর করতে বা বিনাশ করতে পারে না।

প্রঃ ▸▸ শূণ্যস্থান পূর্ণ কর : ––––– জগৎ সর্বম্। [ক.বি. ২০১০]

উঃ বানোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্।

প্রঃ ▸▸ চন্দ্রপীড় কখন শুকনাসের কাছে গিয়েছিলেন ? [ক.বি. ২০১০]

উঃ যৌবরাজ্য পদে অভিষেকের প্রাক্কালে তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড় উপদেশ গ্রহনার্থে তারাপীড়ের মন্ত্রী শুকনাসের কাছে গিয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner

প্রঃ ▸▸ ব্যাধগীতি কি?

উঃ বাধদের যে সুমিষ্ট সুরেলা গান শুনে হরিণরা আকৃষ্ট হয়ে বিষাক্ত শরাঘাতে প্রাণ হারায় তাকে ব্যাধগীতি বলে।

প্রঃ ▸▸ লক্ষ্মীকে কেন রাহুর জিহবা মনে করা হয়?

উঃ চন্দ্রগ্রহণের সময় রাহু (পৃথিবীর ছায়া) চন্দ্রকে আচ্ছন্ন করে, সুজনের সদ্ব্যবহার এবং ধার্মিকের ধর্মাচার বিনাশ করে। তাই লক্ষ্মীকে বাণভট্ট সৌজন্যের হন্তাগৃহ এবং ধর্মাচার চন্দ্রমন্ডলে রাহুর জিহবা মনে করেন।

প্রঃ ▸▸ শিরোরোগ ও রাজার ধনলিপ্সা কিভাবে তুলনীয়?

উঃ শিরোরোগ ও রাজার ধনলিপ্সা তুলনীয় কারণ সপ্তপর্ণী বৃক্ষের (ছাতিম গাছের) পুষ্পরেণু দ্বারা সৃষ্ট শিরোরোগের ন্যায় রাজার ধনলিপ্সা নিকটস্থ লোকের দুঃখ জন্মায়।

প্রঃ ▸▸ শুকনাস চন্দ্রপীড়কে কেন উপদেশ দিয়েছিলেন? [ক. বি. ২০০৮]

উঃ পূর্বপুরুষদের ন্যায় পরম্পরা প্রাপ্ত রাজদায়িত্ব পালন করে চন্দ্রাপীড় যাতে অভিষেকান্তে দিগ্বিজয় যাত্রা করে সপ্তদ্বীপসমুদ্রভূষণা বসুন্ধরাকে পুনরায় জয় করে – সেজন্য শুকনাস চন্দ্রাপীড়কে উপদেশ দিয়েছিলেন।

প্রঃ ▸▸ সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচকগণ বাণভট্ট সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছেন?

উঃ অলঙ্কার বহুল রচনায় বাণভট্টের ভাষা শৈলী বিচার করে সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচকগণ বাণভট্ট সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন – 'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বং'।

প্রঃ ▸▸ কাদম্বরীর কয়েকজন প্রসিদ্ধ টীকাকারের নাম লেখো।

উঃ কাদম্বরীর প্রসিদ্ধ টীকাকারগণ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, কৃষ্ণমোহন শাস্ত্রী, ভানুচন্দ্র এবং সিদ্ধচন্দ্র।

প্রঃ ▸▸ যৌবনান্ধকার আসলে কী?

উঃ যৌবনান্ধকার আসলে যৌবনকালের অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা (Ignorance)।

প্রঃ ▸▸ যৌবনান্ধকার কীভাবে উৎপন্ন হয়?

উঃ যৌবনান্ধকার যৌবনকালে স্বভাবিকভাবে উৎপন্ন হয়।

প্রঃ ▸▸ যৌবনান্ধকার কেমন?

উঃ যৌবনান্ধকার অত্যন্ত গভীর।

প্রঃ ▸▸ যৌবনান্ধকার বিষয়ে সূর্য ও রত্নের অক্ষমতা কী?

উঃ সূর্য ও রত্ন (মণি) যৌবনান্ধকারকে ছেদ করতে অর্থাৎ বিনাশ করতে পারে না।

Scanned with CamScanner

প্রঃ ▶▶ যৌবনান্ধকার বিষয়ে দীপ প্রভার অক্ষমতা কী ?

উঃ: যৌবনকালের অন্ধকার বা অজ্ঞানতা এত গভীর যে প্রদীপের প্রভাও হারে... করতে পারে না।

প্রঃ ▶▶ জ্ঞাতব্য ও পঠিতব্য বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার আবশ্যকতা কী ?

উঃ: নানার্থ বোধক জ্ঞাতব্য ও পঠিতব্য বিষয় ভালভাবে উপলব্ধিকরে সঠিকভাবে গ্রহণ করার জনাই উপদেশের দরকার। জটিল বিষয় উপলব্ধির ব্যাপারে অনেকেই ম...

প্রঃ ▶▶ ধন অভিমান কীরূপ ?

উঃ: ধনমত্ততা বা ধন অভিমান অতি উষ্ণ দাহজ্বরের (Typhoid) তুল্য যার চন্দনাদি শীতল প্রলেপেও উপশম হয় না।

প্রঃ ▶▶ ধনের অহংকার ক্লেশদায়ক কেন ?

উঃ: ধনের অহংকার এমন একটি তিমির রোগ কাজল বা ওষুধ যার প্রতিকার করতে পারে না। তাই ধনের অহংকার অতি কষ্টদায়ক।

প্রঃ ▶▶ বিষয়সম্ভোগ মোহ কিসে উপশম হয় না ?

উঃ: বিষয়(রাজৈশ্বর্য) হলো বিষ আর সেই বিষয়বিষ সম্ভোগের মোহ ওষধির মূলে বা মন্ত্রে উপশম হয় না।

প্রঃ ▶▶ মানুষের নবযৌবনের বুদ্ধি কীভাবে নির্মল হতে পারে ?

উঃ: মানুষের নবযৌবনের অর্থাৎ যৌবনারম্ভের বুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা নির্মল হতে পারে।

প্রঃ ▶▶ যুবকের স্বভাব ভ্রম কীভাবে জন্মে ?

উঃ: যুবকের স্বভাব ভ্রম রজোগুণবশতঃ জন্মে।

প্রঃ ▶▶ কোন্‌টিকে কেন যুবকের মৃগতৃষ্ণিকা বলা হয়েছে?

উঃ: ইন্দ্রিয়রূপী হরিণকে আকর্ষণ করে বলে যুবকের অতিদুরন্ত কামনাকে মৃগতৃষ্ণিকা বলা হয়েছে।

প্রঃ ▶▶ কোন্ শরীরে কামিনীর সৌন্দর্য শীতলতা ও মাধুর্যের অনুলেপন অনুভূত হয়?

উঃ: ক্রোধ, বিদ্বেষ ও বিক্রমরূপ কষায় গুণের দ্বারা কষায়িত শরীরে কামিনীর সৌন্দর্য শীতলতা ও মাধুর্যের অনুলেপন অনুভূত হয়। যেমন হরিতকী খাবার পর জলের স্বাদ মিষ্টি হয়।

প্রঃ ▶▶ গুরোপদেশ কোথায় শোভন আর কোথায় অশোভন ?

উঃ: গুরোপদেশ সজ্জনের কর্ণে শোভন আর অসজ্জনের কর্ণে অশোভন।

প্রঃ ▶▶ সদ্বংশে জন্ম কিংবা শাস্ত্রজ্ঞান প্রাপ্ত হলেও কে বিনয়ী হয় না ?

উঃ: সদ্বংশে জন্ম কিংবা শাস্ত্রজ্ঞান প্রাপ্ত হলেও দুশ্চরিত্র লোক বিনয়ী হয় না।

Scanned with CamScanner

উঃ গুরোপদেশ উপকারী হলেও রা রাজের উপদেষ্টা বিরল।

প্রঃ ▸▸ প্রজারা কীভাবে রাজার বাক্য অনুসরণ করে?

উঃ প্রতিধ্বনি যেমন ধ্বনিকে অনুসরণ করে সেইরূপ প্রজারা ভয়বশতঃ রাজার বাক্য অনুসরণ করে।

প্রঃ ▸▸ রাজলক্ষ্মী কীভাবে তন্দ্রা (ঘুম) উৎপন্ন করে?

উঃ রাজলক্ষ্মী রাজারূপবিষ বিকারের দ্বারা তন্দ্রা বা অলসতা উৎপন্ন করে।

প্রঃ ▸▸ সমুদ্রমন্থন কালে লক্ষ্মীর সঙ্গে আর কী কী পাওয়া গিয়েছিল?

উঃ সমুদ্র মন্থনকালে ক্ষীরসমুদ্র থেকে লক্ষ্মীর সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল পারিজাত ফুল, চন্দ্রকলা, কালকূট বিষ, উচ্চৈঃশ্রবা হাতি ও নারায়ণ কন্ঠের কৌস্তভমণি।

প্রঃ ▸▸ লক্ষ্মীর স্বাভাবিক গুণটি কী?

উঃ লক্ষ্মী স্বভাবতঃ চঞ্চলা, কেউ কোনভাবেই লক্ষ্মীকে নিজবশে রাখতে পারে না।

প্রঃ ▸▸ 'বিটপকানধ্যারোহতি' - পদটির দুটি অর্থ লেখো।

উঃ পদটির বাহ্যিক বা সাধারণ অর্থ লতা বৃক্ষশাখাগুলিকে আশ্রয় করে এবং মূল বা অন্তর্নিহিত অর্থ লক্ষ্মী কুৎসিত কামুকগণকে আশ্রয় করে।

প্রঃ ▸▸ লক্ষ্মী কাকে ঈর্ষাবশতঃ আলিঙ্গন করে না?

উঃ লক্ষ্মী সরস্বতী পরিগৃহিত বিদ্বান্ ব্যক্তিকে ঈর্ষাবশতঃ আলিঙ্গন করে না।

প্রঃ ▸▸ লক্ষ্মী কাকে স্পর্শ করে না?

উঃ লক্ষ্মী গুণবান্ ব্যক্তিকে অপবিত্রের ন্যায় স্পর্শ করে না।

প্রঃ ▸▸ লক্ষ্মী কাকে আদর করে না?

উঃ লক্ষ্মী উদারচিত্ত ব্যক্তিকে অমঙ্গলের ন্যায় আদর করে না।

প্রঃ ▸▸ লক্ষ্মী কাকে দেখে না?

উঃ লক্ষ্মী সজ্জনব্যক্তিকে দুর্লক্ষণের ন্যায় দেখে না।

প্রঃ ▸▸ লক্ষ্মী কাকে লঙ্ঘন করে?

উঃ লক্ষ্মী সৎকুলজাতব্যক্তিকে সর্পের ন্যায় লঙ্ঘন করে- "অভিজাতমহিমিব লঙ্ঘয়তি"।

প্রঃ ▸▸ লক্ষ্মী কোন্ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে এবং কাকে স্মরণও করে না?

উঃ লক্ষ্মী সাহসী ব্যক্তিকে কাঁটার ন্যায় পরিত্যাগ করে এবং দাতাকে দুঃস্বপ্নের ন্যায় স্মরণও করে না।

Scanned with CamScanner

প্রঃ ▸▸ লক্ষ্মী কাকে পাতকী মনে করে এবং কাকে উপহাস করে ?

উঃ লক্ষ্মী বিনয়ী ব্যক্তিকে পাতকী মনে করে এবং মনস্বী ব্যক্তিকে উন্মাদের ন্যায় উপহাস করে।

প্রঃ ▸▸ অমৃতের সহোদরা কে ?

উঃ লক্ষ্মী অমৃতের সহোদরা।

প্রঃ ▸▸ চন্দ্রাপীড়ের পিতার নাম কি ছিল ? [ক. বি. ২০১১]

উঃ চন্দ্রাপীড়ের পিতার নাম ছিল তারাপীড়।

প্রঃ ▸▸ তারাপীড়ের বা চন্দ্রাপীড়ের রাজ্যের নাম লেখ। [ক. বি. ২০১০,১১]

উঃ তারাপীড়ের বা চন্দ্রাপীড়ের রাজ্যের নাম অবন্তি।

প্রঃ ▸▸ তারাপীড় কে ছিলেন ? [ক. বি. ২০১১]

উঃ তারাপীড় ছিলেন অবন্তির রাজধানী উজ্জয়িনীর রাজা।

প্রঃ ▸▸ তারাপীড়ের মন্ত্রী কে ছিলেন ?
অথবা, শুকনাস কে ছিলেন ? [ক. বি. ২০১০,১১]

উঃ তারাপীড়ের বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন শুকনাস।

পুরাণ মতে অষ্টবসুর জননী গঙ্গা। মহাভারতের আদিপর্বে রয়েছে বশিষ্ঠের ক্ষমা
নিতে এলে বশিষ্ঠ শাপে অষ্টবসু মরণশীল মনুষ্য রূপে জন্মগ্রহণ করে। বসুগণে
প্রার্থনায় গঙ্গা তাদের জননী হন। গঙ্গা তাই বসু জননী।

প্রঃ ▸▸ লক্ষ্মীর অনৈতিক ক্রিয়াগুলি কি কি?

উঃ লক্ষ্মীর অনৈতিক ক্রিয়াগুলি দ্বিবিধ। প্রথমতঃ লক্ষ্মী সদ্বংশ, রূপ, চরিত্র, দক্ষ
শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্মবোধ, বৈরাগ্য, প্রজ্ঞা, সততা, সদাচার ইত্যাদি কোন গুণকে স্বীকা
করে না। দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্মী সরস্বতীর অনুগৃহীত বিদ্বানকে আলিঙ্গন করে না, গুণবানে
স্পর্শ করে না, উদার পরায়ণকে আদর করে না, কুলিন, সজ্জন ও সাহসীকে ত্যা
করে, দাতাকে মনে করে না, মনস্বীকে উপহাস করে।

প্রঃ ▸▸ রাজা কিভাবে বিহ্বল হয়ে পড়েন?

উঃ অভিষেক কালের মাঙ্গলিক কলসের জলে রাজ উদারতা ধুয়ে যায়, হোমের ধোঁ
হৃদয় মলিন করে, ক্ষমাগুণ অপসারিত হয়, পাগড়ী বন্ধন চিন্তাকে আচ্ছন্নকে করে
প্রসারিত ছাতা জন্মান্তর দৃষ্টি নিবারণ করে, চামর সত্যবাদিতাও দয়াদাক্ষিণ্য দূ
করে ও জয়ধ্বনি যশ মুছে দেয়। ফলে রাজা জ্ঞানী জনের নিন্দা ভাজন হ
কামক্রোধজনিত বিষয়দোষে দুষ্ট হয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েন।

প্রঃ ▸▸ লক্ষ্মী কেন দুর্বিনীতা বা দুরাচারিণী?

উঃ লক্ষ্মী প্রচুর ধন দিয়ে মানুষকে কুৎসীৎ নীচস্বভাবে পরিণত করে এবং শারীরি
বলবৃদ্ধি করে লঘুতা জন্মায়। গুণবান, শীলবান, কুলিন সকলকেই অধঃপতি
করে। লক্ষ্মী শাস্ত্রজ্ঞের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, ভক্তকে বঞ্চনা করে, কৃপাশ্রয়ী রাজাকে
অবিনয়ী করে। কেউ বিদ্বান, বিবেচক, মহানুভব, বলশালী, বংশমর্যাদা সম্পন্ন হী
স্বভাব এবং উদ্যোগী হলেও লক্ষ্মী তাকে দুর্জন করে তোলে। এইভাবে লক্ষ্মী দুর্বিনী
বা দুরাচারিণী।

Scanned with CamScanner

প্রঃ ▸▸ দাহজ্বর কাকে বলে? কিভাবে তা কামসন্তাপের সঙ্গে তুলনীয়?

উঃ বেদশাস্ত্রোক্ত যে জ্বরে তীব্রবেদনা অনুভূত হয় এবং অতি উত্তাপে সর্বাঙ্গ অবশ হয় তা হল দাহজ্বর। একে কামসন্তাপের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে কপালে ও অঙ্গে চন্দন লেপণ ও মালাধারণ করলেও সে উত্তাপ উপশম হয় না।

প্রঃ ▸▸ কাকে কিরূপ নেত্ররোগ বলা হয়েছে?

উঃ ধনসম্পদের প্রতি আসক্তিকে নেত্র রোগ বলা হয়েছে। কারণ কাজল বা ঔষধে জড় চোখের অন্ধকার দূর হলেও বিষয়াসক্তিরূপ অন্ধত্ব দূর হয় না। সে অন্ধত্ব অত্যন্ত ক্লেশদায়ক এবং ঐ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অধঃপতন হয়।

প্রঃ ▸▸ 'রজনিকর গভস্তয়ঃ' পদটির অর্থ নির্দেশ কর। **[ক. বি. ২০০৮]**

উঃ রজনিকর অর্থ চাঁদ এবং গভস্তয়ঃ অর্থ কিরণ সমূহ; তাই পদটির অর্থ চাঁদের কিরণ সমূহ। এখানে বিজ্ঞমন্ত্রী শুকনাস বুঝিয়েছেন চাঁদের কিরণ যেমন অনায়াসে স্ফটিক মণিতে প্রবেশ করে তেমনি বিমল মনে বা নির্মল হৃদয়ে উপদেশের গুণ অতি সহজেই প্রবেশ করে অর্থাৎ সফল হয়।

প্রঃ ▸▸ অত্যাসঙ্গের ফল কিরূপ তার শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা দাও।

উঃ বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তি মানুষের সর্বনাশ করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্যতি।।

অর্থাৎ বিষয় চিন্তা থেকে তার প্রতি আসক্তি জন্মে। আসক্তি থেকে তা ভোগ করার বাসনা (কাম) জন্মে, তাতে ব্যর্থ হলে জন্মে ক্রোধ। ক্রোধ থেকে হয় মোহ (অজ্ঞানতা) এবং মোহ থেকে জন্মে স্মৃতিলোপ। স্মৃতিলোপ হলে বুদ্ধিনাশ হয় এবং তা থেকে বিনাশ প্রাপ্তি ঘটে।

প্রঃ ▸▸ গুরোপদেশ সজ্জন ও অসজ্জনের কর্ণে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে?

উঃ কামক্রোধাদি দোষমুক্ত মঙ্গলজনক গুরোপদেশ সজ্জনের কর্ণে প্রবিষ্ট হলে হস্তীর শঙ্খময় কর্ণভূষণের ন্যায় অত্যন্ত শোভা সম্পাদন করে কিন্তু তা অসজ্জনের কর্ণে প্রবিষ্ট হলে কর্ণে প্রবিষ্ট জলের ন্যায় অত্যন্ত বেদনা জন্মায়। "উপদেশো হি মুর্খাণাং প্রকোপায়ঃ ন শান্তয়ে। সুশিক্ষিতোঽপি সর্ব উপদেশেন নিপুণো ভবতি।।"

প্রঃ ▸▸ 'গন্ধর্বনগর লেখ' কি?

উঃ বৃহৎসংহিতায় পাওয়া যায় – আকাশে বিচিত্র বর্ণের মেঘ দিয়ে তৈরী নানাবিধ সুরম্য অট্টালিকা সমন্বিত নগরের ছবি, এটাই গন্ধর্বনিবাস 'গন্ধর্বনগর লেখ'।

প্রঃ ▸▸ "সংস্কারেব পরিভ্রমতি" – কথাটি কি বোঝায়?

উঃ 'সংস্কার' শব্দটির ব্যুৎপত্তি - সম্ - √কৃ + ঘঞ্।

যে অদৃষ্ট বা কর্মফল লিঙ্গ শরীরে সূক্ষ্মভাবে থেকে জন্মান্তরেও অনুসরণ করে, তা হল সংস্কার এবং বেদান্ত মতে বিদ্যা ও কর্মসংস্কার জন্মান্তরেও অনুবৃত্ত হয়।

প্রঃ ▸▸ লক্ষ্মী নারায়ণাশ্রয়িনী কেন? কেনই বা তিনি কামুক ব্যক্তিকে আশ্রয় করেন?

উঃ বিশ্বরূপ ধারণ করেছিলেন বলে লক্ষ্মী নারায়ণাশ্রয়িনী। দিনের শেষে শোভা পদ্মকে ত্যাগ করে, সেরূপ বৃক্ষাশ্রয়ী লতার ন্যায় লক্ষ্মী কুৎসিত কামুক ব্যক্তিকে আশ্রয় করেন।

প্রঃ ▸▸ বসুজননী কে? কেনই বা তিনি চঞ্চলা?

উঃ বসুজননী হলেন অষ্টবসুদের জননী গঙ্গা। তিনি তরঙ্গ ও বুদ্বুদের আঘাতে চঞ্চলা।

প্রঃ ▸▸ লক্ষ্মী কেন স্বভাবে চঞ্চলা ও নির্দয়া?

উঃ সমুদ্র মন্থন কালে মন্থনদণ্ডরূপে ব্যবহৃত মন্দরাচলের ঘূর্ণনবশতঃ লক্ষ্মী সদা আবর্তমানা চঞ্চলা এবং বিচরণকালে পদ্মনালের কাঁটায় পা ক্ষত-বিক্ষত হওয়ায় কোথাও দৃঢ়পদে থাকতে না পেরে স্বভাবে নির্দয়া।

প্রঃ ▸▸ সরস্বতীর প্রতি লক্ষ্মীর ঈর্ষা কিরূপ অথবা, লক্ষ্মী-সরস্বতীর দ্বন্দ্ব কিরূপ?

উঃ সরস্বতী কর্তৃক অনুগৃহীত বিদ্বান্ ব্যক্তিকে লক্ষ্মী কৃপা করেন না। "কুটিলা লক্ষ্মীর্যত্র প্রভবতি ন সরস্বতী বসতি তত্র।" – এটাই লক্ষ্মী-সরস্বতীর দ্বন্দ্ব।

প্রঃ ▸▸ লক্ষ্মী কিভাবে বিরুদ্ধ ধর্মান্বিতা নীচ স্বভাবের?

উঃ লক্ষ্মী সর্বদা উত্তাপ উৎপন্ন করে শীতলতা জন্মায় অর্থাৎ ধনের অহঙ্কার জন্মায় অথচ মানুষকে সদসৎ বিবেচনাহীন করে এবং অবস্থার উন্নতি সাধন করে কুৎসিত স্বভাবে পরিণত করে। এইভাবে লক্ষ্মী বিরুদ্ধ ধর্মান্বিতা নীচ স্বভাবের।

প্রঃ ▸▸ 'কাদম্বরী' ছাড়া বাণভট্টের অপর দু'খানি গ্রন্থের নাম কর। [ক. বি. ২০১০]

উঃ 'কাদম্বরী' ছাড়া বাণভট্টের অপর দু'খানি কাব্যগ্রন্থ হ'ল 'হর্ষচরিত' এবং 'চণ্ডীশতক'।

প্রঃ ▸▸ তিমির রোগ কি?

উঃ বৈদ্যশাস্ত্রমতে তিমির রোগ একপ্রকার নেত্ররোগ বিশেষ। এ রোগ হলে চোখে জল পড়ে, ঝাপসা দেখে এবং চোখের উপর পাতলা ঝিল্লীর মত আবরণ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ ছানি পড়ে।

প্রঃ ▶▶ 'দাহজ্বর' কি এবং কেন তা অতিতীব্র?

উঃ বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত যে জ্বরে তীব্রবেদনা অনুভূত হয় এবং অতি উত্তাপে সর্বাঙ্গ অবশ হয় তা হল দাহজ্বর। কপালে ও অঙ্গে চন্দনলেপন ও মালাধারণে ও উপশম হয় না বলে তা অতি তীব্র।

প্রঃ ▶▶ সদ্বংশে জন্ম কিংবা শাস্ত্রজ্ঞান কাকে বিনয়ী করে না?

উঃ সদ্বংশে জন্ম কিংবা শাস্ত্রজ্ঞান চরিত্রহীনকে বিনয়ী করে না।

প্রঃ ▶▶ কোন্ মল স্নানে বিনষ্ট হয় না এবং কোন্ নিদ্রা রাতের অবসানে ও চেতন হয় না?

উঃ বিষয়াসক্তিরূপ মলের গুরুতর লেপন স্নানে বিনষ্ট হয় না এবং রাজ্য সুখানুভব রূপনিদ্রা রাতের অবসানে ও চেতন হয় না।

প্রঃ ▶▶ কোন্ কোন্ বিষয়কে অবিনয়ের নিবাস স্থান বলা হয়েছে?

উঃ গর্ভবাসকালে উৎপন্ন প্রভুত্ব, নবযৌবন, অনুপম রূপ এবং অমানুষিক শক্তি হল গুরুতর বিপদের ধারা। এদের প্রত্যেকটিকে অবিনয়ের নিবাস স্থান বলা হয়েছে।

প্রঃ ▶▶ কিভাবে যুবকের বুদ্ধি নির্মল ও স্থির হয়?

উঃ বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। শাস্ত্র উপদেশের দ্বারাই বুদ্ধি মার্জিত হয়ে নির্মল ও স্থির হয়।

প্রঃ ▶▶ মৃগতৃষ্ণিকা কি?

উঃ আলোকের প্রতিসরণ ও প্রতিফলনে মরুভূমিতে সৃষ্ট যে ঘটনায় কোথাও জলের উপস্থিতি ভ্রম হয় তাকে মৃগতৃষ্ণিকা বা মায়া মরীচিকা বলে।

প্রঃ ▶▶ কোন্ স্বাদ আপাতঃ মধুর হলেও পরিণামে নয়?

উঃ হরিতকি প্রভৃতি কষায় বস্তুর জলের স্বাদ রসনায় আপাতঃ মধুর মনে হলেও পরিণামে প্রকৃত মধুর নয়।

প্রঃ ▶▶ কি মানুষকে বিনষ্ট করে?

Scanned with CamScanner

প্রঃ ▶▶ 'দাহজ্বর' কি এবং কেন তা অতিতীব্র?

উঃ বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত যে জ্বরে তীব্রবেদনা অনুভূত হয় এবং অতি উত্তাপে সর্বাঙ্গ অবশ হয় তা হল দাহজ্বর। কপালে ও অঙ্গে চন্দনলেপন ও মালাধারণে ও উপশম হয় না বলে তা অতি তীব্র।

প্রঃ ▶▶ সদ্বংশে জন্ম কিংবা শাস্ত্রজ্ঞান কাকে বিনয়ী করে না?

উঃ সদ্বংশে জন্ম কিংবা শাস্ত্রজ্ঞান চরিত্রহীনকে বিনয়ী করে না।

প্রঃ ▶▶ কোন্ মল স্নানে বিনষ্ট হয় না এবং কোন্ নিদ্রা রাতের অবসানে ও চেতন হয় না?

উঃ বিষয়াসক্তিরূপ মলের গুরুতর লেপন স্নানে বিনষ্ট হয় না এবং রাজ্য সুখানুভব রূপনিদ্রা রাতের অবসানে ও চেতন হয় না।

প্রঃ ▶▶ কোন্ কোন্ বিষয়কে অবিনয়ের নিবাস স্থান বলা হয়েছে?

উঃ গর্ভবাসকালে উৎপন্ন প্রভুত্ব, নবযৌবন, অনুপম রূপ এবং অমানুষিক শক্তি হল গুরুতর বিপদের ধারা। এদের প্রত্যেকটিকে অবিনয়ের নিবাস স্থান বলা হয়েছে।

প্রঃ ▶▶ কিভাবে যুবকের বুদ্ধি নির্মল ও স্থির হয়?

উঃ বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। শাস্ত্র উপদেশের দ্বারাই বুদ্ধি মার্জিত হয়ে নির্মল ও স্থির হয়।

প্রঃ ▶▶ মৃগতৃষ্ণিকা কি?

উঃ আলোকের প্রতিসরণ ও প্রতিফলনে মরুভূমিতে সৃষ্ট যে ঘটনায় কোথাও জলের উপস্থিতি ভ্রম হয় তাকে মৃগতৃষ্ণিকা বা মায়া মরীচিকা বলে।

প্রঃ ▶▶ কোন্ স্বাদ আপাতঃ মধুর হলেও পরিণামে নয়?

উঃ হরিতকি আদি কষায় বস্তুর জলের স্বাদ রসনায় আপাতঃ মধুর মনে হলেও পরিণামে প্রকৃত মধুর নয়।

প্রঃ ▶▶ কি মানুষকে বিনষ্ট করে?

উঃ [illegible]

Scanned with CamScanner

প্রঃ ▶▶ কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার চাঁদ কখন বিনাশ করে?

উঃ প্রদোষে (সন্ধ্যাবেলা) চাঁদ অতিকৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার বিনাশ করে।

প্রঃ ▶▶ "জলমিব গলত্যুপদিষ্টম্" – কোথা থেকে কি এরূপভাবে স্খলিত হয়?

উঃ কামাতুর হৃদয় থেকে সদুপদেশ জলের ন্যায় স্খলিত হয় অর্থাৎ নিষ্ফল হয়।

প্রঃ ▶▶ গুরোপদেশকে কেন জলহীন স্নান বলা হয়?

উঃ গুরোপদেশ মানুষের হৃদয়ের সমস্ত মালিন্য প্রক্ষালন করে বলে তাকে জলহীন স্নান বলা হয়।

প্রঃ ▶▶ উপদেশকে কেন 'প্রজাগর' বলা হয়?

উঃ উপদেশের ফলে অজ্ঞান নিদ্রা দূর হয়ে মানুষ শুদ্ধ চেতনায় জাগরিত হয় বলে সদুপদেশকে 'প্রজাগর' বলা হয়।

প্রঃ ▶▶ উপদেশ গুণ রাজাদের পক্ষে উপকারী কেন?

উঃ উপদেশ গুণ রাজাদের পক্ষে উপকারী কারণ রাজাদের উপদেষ্টা বিরল এবং লোকে ভয়ে রাজবাক্য অনুসরণ করে।

প্রঃ ▶▶ শ্বয়থু বা শোথ রোগ কি?

উঃ বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত যে রোগে শরীর – বিশেষ করে পা ও গলদেশ ফুলে যায় এবং বিভিন্ন অঙ্গে বিকার দেখা দেয় তাকে শ্বয়থু বা শোথ রোগ বলে।

প্রঃ ▶▶ লক্ষ্মীর জন্ম হয় কিভাবে?

Scanned with CamScanner

চন্দ্রাপীড় কে ছিলেন?

প্রঃ ▶▶ চন্দ্রাপীড় কে ছিলেন?

উঃ উজ্জয়িনীরাজ তারাপীড় ও রাণী বিলাসবতীর পুত্র চন্দ্রাপীড় ... নায়ক ছিলেন।

প্রঃ ▶▶ শুকনাস কে ছিলেন? তিনি কখন কাকে উপদেশ দিয়েছিলেন? [ক. বি. ২০১২]

উঃ শুকনাস ছিলেন উজ্জয়িনীর রাজা তারাপীড়ের বিচক্ষণ মন্ত্রী। তিনি যৌবরাজ্যে অভিষেকের প্রাক্কালে অধিতবিদ্য রাজপুত্র চন্দ্রাপীড়কে উপদেশ দিয়েছিলেন।

প্রঃ ▶▶ কাদম্বরী কে ছিলেন?

উঃ 'কাদম্বরী' কথাকাব্যের নায়িকা কাদম্বরী ছিলেন গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের কন্যা এবং চন্দ্রাপীড়ের প্রেমিকা।

প্রঃ ▶▶ 'কাদম্বরী' নামের উৎস কি?

উঃ কাদম্বরী শব্দটির অর্থ সুরা, আবার কদম্বর অর্থ নীলাম্বর বলরাম। বলরাম এতে আসক্ত ছিলেন বলে সুরার অপর নাম কাদম্বরী।

প্রঃ ▶▶ যৌবনকালে উৎপন্ন অন্ধকার কিরূপ?

উঃ যৌবনকালে উৎপন্ন অন্ধকার (অজ্ঞানতা) এত গভীর যে, সূর্য, রত্নালোক কিংবা প্রদীপ প্রভা তা দুর করতে পারে না।

প্রঃ ▶▶ গর্ভেশ্বরত্ব কাকে বলে?

উঃ অগর্ভাৎ ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ শৈশব কাল থেকেই প্রচুর ধনসম্পত্তি থাকায় রাজপুত্র বণিকপুত্র প্রভৃতির ধনশালিত্বকে গর্ভেশ্বরত্ব বলে।

প্রঃ ▶▶ তিমিরান্ধত্ব কি? কার সঙ্গে এর তুলনা করা হয়েছে?

উঃ 'তিমির' নামক এক প্রকার নেত্ররোগের দ্বারা সৃষ্ট অন্ধত্ব হল তিমিরান্ধত্ব। জাগতিক ধনসম্পদের প্রতি ভয়ঙ্কর ক্লেশদায়ক মত্ততার সঙ্গে এর তুলনা করা হয়েছে।

প্রঃ ▶▶ ধনমত্ততা নেত্ররোগ ও দৈহিক অন্ধত্বের মধ্যে কোনটি অধিক ক্লেশদায়ক?

উঃ ধনমত্ততা নেত্ররোগ দৈহিক অন্ধত্ব থেকে অধিক ক্লেশদায়ক কারণ ধনমত্ততা কোন ঔষধে সারে না।

Scanned with CamScanner

উত্তর ঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে গল্পসাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। মৈথিলি কবি বিদ্যাপতির 'পুরুষপরীক্ষা' গ
বিশেষত্ব হল, এই গ্রন্থে ৫২টি কাহিনির সবগুলি মনুষ্যজীবন অবলম্বনে লেখা। বিদ্যাপতি তাঁর রচনা দক্ষতায় সমাজের ব্র
এবং মানুষের আদর্শ আচরণবিধি সুন্দর গল্পের মাধ্যমে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

বৈশিষ্ট্য ঃ 'পুরুষপরীক্ষা' গল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি হল — (১) গল্পগুলির সবই মনুষ্যচরিত্র অবলম্বনে রচিত। উচ্চ আদর্শকে উ
স্থান দিয়েছেন, তেমনই মন্দলোকের সবকিছুই যে খারাপ নয়, তা তিনি নানাগল্পে বিশেষত 'হাসবিদ্যাকথা' গল্পে দেখি
(২) এই গ্রন্থ গদ্যে লেখা হলেও মাঝে মাঝে নীতিকথা শ্লোকের আকারে দিয়েছেন। (৩) তাঁর রচনারীতি অতিশয় স
গল্পগুলির অধিকাংশ সুখপাঠ্য। (৪) নানা বর্ণের নানারসে সমৃদ্ধ পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থটি।

মূল্যায়ন ঃ বিদ্যাপতি রচিত 'পুরুষপরীক্ষা' সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে — এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ ে
ভাবগম্ভীর পদাবলির রচয়িতা কবি বিদ্যাপতি যে এমন তরল, হালকা, কৌতুকময় চটুল হাস্যরসের কাহিনি লিখনেও যে সিদ
তার পরিচয় 'পুরুষপরীক্ষা'য় পাই। ছোটোরা ছাড়াও বৃদ্ধবণিতা সকলের কাছে গ্রন্থটি আদরণীয় হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতি তাঁর রচ
সমাজের ন্যায়-অন্যায় এবং যথার্থ মানুষের আচরণবিধির উল্লেখ করে সমাজসংস্কারের ভূমিকা পালন করেছেন।

2020.04.22 12:34

Scanned with CamScanner